উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International
Multidisciplinary Academic Journal
ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মন্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

উদ্দালক

UDDALAK

(সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)

A Peer-Reviewed International Multi-disciplinary Academic Journal

ISSN : 2320-9275

প্রধান সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

যুগ্ম সম্পাদক

ড. অনুপ বিশ্বাস ও ড. সৌরভ দাস

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, দ্বিতল, শপ নং-বি. ১১, কলকাতা-৭৩

UDDALAK (Vol. 17 issue-II) a peer-reviewed International
Multi-disciplinary Adademic Journal,
Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal (Chief editor),
Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das (Joint-editors)
ISSN : 2320-9275

Published by :
Uddalak Publishing House
11/3, Udaypur Raod, Nimta,
Kolkata-49

Printer by :
Nabaloke Press
5/2, Nerode Behari Mullick Road,
Kolkata-700 006

© Publisher

Published : March, 2023

Price : 450/-

UDDALAK

Vol. 17, Issue-I

Chief-editor

Dr. Santosh Kumar Mandal

Joint-editors

Dr. Anup Biswas & Dr. Sourav Das

ADVISORY BOARD

Dr. Pabitra Sarkar, Former Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, W.B., India

Dr. Tapadhir Bhattacharya, Former Vice-Chancellor, Assam University, Assam, India

Dr. Pranab Krishna Chanda, Former Registrar, Baba Saheb Ambedkar Education University (Erstwhile WBUTTEPA), W.B., India

Dr. Rita Sinha, Former Professor & Dean (Education, Journalism & Library Science), University of Calcutta, W.B., India

Dr. Debi Prasanna Mukhopadhyay, Former Professor of Vinaya Bhavana, Visva-Bharati, W.B., India

Dr. Pulin Das, Former Professor in Bengali, University of North Bengal, W. B., India

Dr. Taposh Kumar Biswas, Professor in Education, IER, University of Dhaka, Bangladesh

Dr. Sumana Das Sur, HOD & Professor in Bengali, Rabindra Bharati University, W.B., India

Review Committee

Dr. Bishnupada Nanda, Professor in Education, Jadavpur University, W.B., India

Dr. Dipak Midya, Professor in Anthropology, Vidyasagar University, W. B., India

Dr. Kakali Dhara Mondal, Professor in Folklore & Director in Centre for Women's Studies, University of Kalyani. Prisident, Centre for Folklore Studies and Research, University of Kalyani. W.B., India

Dr. Saber Ahmed Chowdhury, Chairman, Department of Peace and Conflict Studies, University of Dhaka. Bangladesh

Dr. Momenur Rasul, Associate Professor in Bengali, University of Dhaka, Bangladesh

Dr. Chandana Rani Biswas, Associate Professor in Sanskrit, University of Dhaka, Bangladesh

Dr. Sabyasachi Chatterjee, Associate Professor in History, University of Kalyani, W.B., India

Dr. Sidhartha Sankar Laha, Associate Professor in Lifelong Learning & Extension, University of North Bengal, W.B., India

Dr. Nita Mitra, Associate Professor in Geography Siliguri B.Ed. College, W.B., India

Dr. Abhijit Guha, Associate Professor in Education, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, W.B., India

সূচিপত্র

অংশুমান খান	বাংলার ত্রস্ত নীলিমা : 'জলপাইহাটি'	১১
অনন্যা দাস	দেশভাগ, ফিরে দেখা সমকালের লেন্সে : ছিন্নমূল ও অন্যান্য চলচ্চিত্র	১৯
অনির্বাণ ঘোষ	রাজনীতি, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী	২৭
অনিমা রায়	শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা	৩৭
অপরাজিতা রায়চৌধুরী	মধ্যবয়সী সংকট-সমাধানে সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা	৪৪
অলোক নস্কর	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটগল্প 'স্তন' : মা ও শিশুর জীবন-যন্ত্রণার কাহিনী	৫০
আঁখি সরকার	সমাজ ও শিক্ষায় নারীর অধিকার সন্ধান : বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ'	৫৬
ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়	'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' : বাঙালি মুসলমানের জাগরণ	৬৫
উৎকলিকা সাহু	আন্দামান ও বাঙালি সত্তা	৭৫
উত্তম রায়	দক্ষিণবঙ্গের লৌকিক দেবদেবীর পুকুরকেন্দ্রিক মৌখিক আখ্যান : পরিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার-বিশ্লেষণ	৮৮
ঐন্দ্রিলা তেওয়ারী	হার্ডি, তারাশঙ্কর ও জীবনানন্দ : আখ্যানে সমাজবাস্তবতা	৯৯
কল্যাণময় হাজরা	অভিনবগুপ্ত এবং তাঁর দর্শনতত্ত্ব	১০৭
কাজি মুজিবর রহমান	শতবর্ষের নির্বাচিত বাংলা উপন্যাস : মুসলমান সাহিত্যিকদের সৃজনে	১১৪
কিংকর মণ্ডল	শ্যামলের গল্পে সময়ের অভিঘাত	১২০
ক্ষুদিরাম মণ্ডল	শরৎচন্দ্রের শিল্পী সত্তার দ্বৈধতা	১২৫
গৌতম অধিকারী	বিশ শতকের চারের দশকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারিকেন্দ্রিক ছোটগল্প : শোষণ ও পুঁজিবাদ	১৩২
গোপাল মুর্মু	দাঁশায়	১৩৯

গোপীনাথ দাস	নজরুল-সাহিত্যে কৃষি ও কৃষক সমাজ : একটি অনুসন্ধান	১৪৫
চন্দ্রিমা কর্মকার	সন্মাত্রানন্দের 'তোমাকে আমি ছুঁতে পারিনি' উপন্যাসে পাওয়া ও না-পাওয়ার দর্শন	১৫৭
ছোটন মণ্ডল	'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের ভাষাশৈলী	১৬৮
জ্যোতি মিত্র	ভারতে মানবাধিকার আন্দোলন : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট	১৭৮
ঝুমা দত্ত	নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' ও 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকে পৌরাণিক ভাবনা : একটি বিশেষ অধ্যয়ন	১৯০
তনুশ্রী হাঁসদা	'শালগিরার ডাকে' : আদিবাসী যুবকের বীরগাথা	১৯৮
তন্ময় রায়	সমসাময়িক পত্রিকায় বিংশ শতকের বাঙালি সমাজ : স্বদেশি আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক (১৯০০-১৯৪৭)	২০৪
দয়ানন্দ মাঝি	কালের স্রোতে রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কালিদহ'	২১২
দীপক হাজরা	দেশভাগের খুঁটিনাটি : প্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা	২১৭
নীলকমল বাগুই	পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত নাটকে মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান	২২৩
প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত	চৈতন্য-পার্ষদ রাঘব পণ্ডিত	২৩৪
পরিতোষ কুমার পাল	ব্যবহারিক বেদান্তের প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দ	২৪২
পরিমল মণ্ডল	২০২০ এর জাতীয় শিক্ষানীতি এবং ভারতীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার এক নবযুগের সূচনা	২৪৬
প্রসেনজিৎ রায়	বাংলা শিশু-কিশোর গল্পে হাস্যরস : ভাবনার নানাদিক	২৫৪
ফিরোজ খান	দেশভাগের স্মৃতি সত্তা ও ভবিষ্যৎ : নির্বাচিত ছোটোগল্পের আলোকে	২৬২
বিকাশ নস্কর	সুন্দরবনের সংগ্রামশীল জীবন ও তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প	২৭৫
বিশ্বজিৎ মণ্ডল	প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পে দাম্পত্য সমস্যা এবং	২৮৪
বিশ্বজিৎ রায়	সৃষ্টি সম্পর্কে : সাংখ্যদর্শন	২৯৮
মধুরা চক্রবর্তী	প্রমথ চৌধুরীর 'মহাভারত ও গীতা' : একটি পর্যালোচনা	৩০৪

মনুয়া পাঁজা	আফসার আমেদ–এর 'সেই নিখোঁজ মানুষটা' : রূপকথায় গাঁথা জীবন যেমনটা	৩১৪
মানস মণ্ডল	গীতা অনুসারে, কামনার ভয়ংকর পরিণতি	৩২৩
মুনমুন মাইতি	নীতিবোধের আলোকে মুদ্রারাক্ষস নাটক : একটি সমীক্ষা	৩২৯
মোছাঃ আঞ্জুমানআরা বেগম	তানভীর মোকাম্মেলের দুই নগর : রাজনৈতিক পাঠ	৩৩৬
মৃদুল ঘোষ	শাশ্বত কালের সৃষ্টি : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা	৩৪৩
লোপামুদ্রা দত্ত	রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের রূপান্তর : চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ডালিকা– একটি তুলনামূলক আলোচনা	৩৫১
রাইসা রহমান	বাংলা উপন্যাসের অন্যান্য প্রমীলা গোয়েন্দা বনাম সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি	৩৫৯
রাজেশ কর	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বউ' নামাঙ্কিত ছোটোগল্প : বিবাহিত নারীদের জীবনকথা	৩৬৬
রানী দত্ত	শক্তি চট্টোপাধ্যায় : 'মুখময় পরিত্রাণ লেখা হয়ে আছে'	৩৮০
রিজিয়া সুলতানা	অচলায়তন : রূপক-সাংকেতিকতার আড়ালে সমাজ বাস্তবতা	৩৮৮
রেবতী রঞ্জন ওঝা	বঙ্গভঙ্গ স্বদেশি ও জাতীয় শিক্ষা	৩৯৭
শঙ্খদীপ মাহাতো	গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ : স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের অবদান	৪০৬
শর্মিষ্ঠা ধারা	রবীন্দ্র 'চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড'-এ বৌদ্ধ প্রভাবিত দুঃখ ভাবনা	৪১১
শুভঙ্কর রায়	হাট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : একটি অন্য সম্পর্ক	৪১৯
শুভাশিস দাস	তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মৃত্যু ভাবনা	৪২৫
শ্যামল বিশ্বাস	দেশপ্রেম, স্বদেশভাবনায় সমুজ্জ্বল স্বাধীনতাবিষয়কেন্দ্রিক আধুনিক সংস্কৃত নাটক	৪৩৪
শ্রীকান্ত হাজরা	বেঁচে থাকার সংকট ও বর্তমান সময়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রাসঙ্গিকতা	৪৪৩
শ্রীকৃষ্ণ সরকার	বর্তমান শিশুশিক্ষায় নজরুলের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগ	৪৫২

UDDALAK
ISSN:2320-9275

বাংলা উপন্যাসের অন্যান্য প্রমীলা গোয়েন্দা বনাম সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি

রাইসা রহমান
গবেষক, বাংলাবিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

"ডিটেকটিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে— যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণির সাহিত্য—আমি তাহা মনে করি না। এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe), কোনান ডয়েল (Conan Doyle), জি. কে. চেস্টারটন (G. K. Chesterton) যাহা লিখিতে পারেন তাহা লিখিতে অন্তত আমার লজ্জা নাই।"[১]

—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয় ডিটেকটিভ গল্প সম্পর্কে বহুকালের অনীহা ও অবহেলা হেতু বিশ্ব সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা সাহিত্যে ডিটেকটিভ গল্প, উপন্যাস খুবই অকিঞ্চিৎকর। ডিটেকটিভ গল্প সম্পর্কে এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে সাহিত্যে মহিলা ডিটেকটিভ চরিত্র, তাও আবার বাংলা ডিটেকটিভ গল্পে /উপন্যাসে প্রমীলা গোয়েন্দা চরিত্র যে হাতে গোনা হবে তা বলা বাহুল্য যদিও সংখ্যায় নগণ্য হলেও বাংলা সাহিত্যের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রগুলি উপেক্ষনীয় নয়। তাদের অধিকাংশ প্রমিনেন্ট এবং পাঠক হৃদয়ে গভীরভাবে ছাপ রাখে।

আমরা লক্ষ করেছি এইসব ভিন্ন চরিত্রের ও ভিন্ন মাত্রার প্রমীলা গোয়েন্দা সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, অভিঘাত এবং তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, Dissociation of sensibility বা সাহিত্যের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব থাকবে না।[২] —টি. এস. এলিয়টের এই থিয়োরিকে এইসব লেখকদের উপর প্রয়োগ করলে ভিন্নধর্মী প্রমীলা গোয়েন্দা সৃষ্টির পশ্চাতের কারণকে অস্বীকার করা হয় এবং সেক্ষেত্রে অনেক সত্য আমাদের অধরা থেকে যাবে। সুতরাং, ঐ সকল গোয়েন্দা চরিত্রগুলির মধ্যে পার্থক্য বুঝবার জন্য আমরা প্রথমে তাদের সৃষ্টির পটভূমি আলোচনা করব।

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী (৫ ই মার্চ ১৯০৫ - ১৪ মে ১৯৭২) বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি করেন, যার নাম কৃষ্ণা। তিনি কেবল একজন বাঙালি সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন গীতিকার ও শিক্ষাব্রতী। অবিভক্ত ২৪ পরগণার

গোবরডাঙায় তাঁর জন্ম। শুরুতে তাঁর নামের সঙ্গে 'সরস্বতী' যুক্ত ছিল না। সাহিত্য সাধনার জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দেওয়া হয়। এহেন একজন প্রতিভাবান লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের অভিঘাত তাঁকে সব রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু স্বামীগৃহের অত্যাচার আর নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক বঞ্চনা প্রতিবাদী মানসিকতার প্রভাবতী মেনে নিতে না পেরে সোজা বাপের বাড়িতে ফিরে আসেন। সেই আসা। আর শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাননি তিনি। অল্প বয়সে বিবাহ প্রভাবতীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে কেড়ে নেয়। যদিও এই অভিঘাত তাঁকে দমাতে পারেনি। ছোট বেলায় বাবার অনুপ্রেরণায় তিনি পড়ে ফেলেন কিটস শেলি ও অন্যান্য নানা পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের লেখা। তিনি তিনশ'র ও বেশি বই, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান ও গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেন। নিজের জীবনের কষ্টের অভিঘাত মনে রেখে পরম্পরা ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি নারীকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। বঞ্চিত নারীর কথা তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। নারীর বুদ্ধিমত্তা, শক্তিমত্তার জয়গান গেয়েছিলেন প্রভাবতী। 'পল্লীসখা' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "মেয়েদের শাসন আমাদের দেশে বড়ই কড়া। তাহাদের অতি শিশুকাল হইতেই কঠোর শাসনের তলে থাকিতে হয়। যে সময়টা বিকাশের সে সময়টা তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হয়।........ অন্য দেশে যে সময়টা বালিকাকাল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমাদের দেশের মেয়েরা সেই সময়ে গৃহের বধূ, অনেক সময় সন্তানের মা।"[৩] তিনি এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন নিজের জীবন দিয়ে। তাই তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছে নারীর অনাশ্রয় ও অসহায়তার ইতিহাস ভেঙে তাদের আশ্রয় আর নিজস্ব ইতিহাস নির্মাণের গল্প। সমাজ নামের নিষ্ঠুর নিয়তির প্রতারণা থেকে নারীকে বাঁচানোর গল্প। তাই তাঁর কলমে উঠে আসছিল কর্মদক্ষ, সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত নারীর ছবি।

সম্ভবত, এই প্রণোদনা থেকেই জন্ম আত্মপ্রত্যয়ী নারী গোয়েন্দা কৃষ্ণা আর শিখার। তখনকার গোয়েন্দা সম্পর্কীয় প্রচলিত সকল ধারণা অর্থাৎ গোয়েন্দার সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্য যা পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান মনে করা হতো, যথা, গোয়েন্দাসুলভ বুদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা, ইত্যাদি সবই কৃষ্ণার চরিত্রে দেখা যায়। উপযুক্ত শরীরচর্চার ফলে সুগঠিত চেহারা, মাতৃভাষা ছাড়াও পাঁচ-সাতটা ভাষায় অনর্গল কথা বলার দক্ষতা, অশ্বারোহণ, মোটর চালানো—এ সবই কৃষ্ণা ও শিখার চরিত্রে পাওয়া যায়। একজন যেমন বাবার খুনের প্রতিশোধ নিতে অকুতোভয়, অন্যজন আবার অনায়াসে অপরের হুকুমের পরোয়া না করে নিজের শর্তে জীবনে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্প। প্রভাবতী তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন কৃষ্ণা চরিত্রটি। সেই কারণে সেই সময়ের কৃষ্ণা আজকের যুগের অধিকার ও আত্মসম্মান সচেতন, সাহসী স্মার্ট নারীর সমতুল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সে যুগের নারীর ছবির প্রতিফলন ঘটাতে চাননি তাঁর কৃষ্ণা চরিত্রে, বরং কৃষ্ণা হলেন নারী

যা হয়ে উঠতে পারে তারই প্রতিচ্ছবি। তাঁর স্বপ্নের নারী তৈরির অভিপ্রায়ে কৃষ্ণার জবানীতে তিনি পাঠককে শুনিয়েছেন— 'মেয়েরাও মানুষ, মেশোমশাই। তারাও শিক্ষা পেলে ছেলেদের মতোই কাজ করতে পারে, আমি শুধু সেইটাই দেখাতে চাই। চিরদিন মেয়েরা অন্ধকারে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। আমি তাদের জাগাতে চাই। পিছিয়ে নয়, সামনে এগিয়ে চলার দিন এসেছে। কাজ করার সময় এসেছে। মেয়েরা এগিয়ে চলুক, তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিক।'[৪] বলাবাহুল্য, প্রভাবতীর নিজের জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নের প্রকাশ তাঁর এই সাহিত্যকর্ম। যদিও স্বপ্ন হওয়ার কারণে, তাঁর চরিত্র চিত্রণে কিছুটা অতিনাটকীয়তা লক্ষ করা যায়।

যাইহোক, তাঁর কল্পনার নারীর সার্থক চিত্রায়ণের জন্য প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নারী গোয়েন্দা সৃষ্টির। কারণ গোয়েন্দা মানেই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সাহসী, ইত্যাদি। একধরনের হিরোইক, অতিপ্রাকৃত একটা ইমেজ। সুতরাং নারীর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা, সাহসিকতার ভিতর দিয়ে নারীকে প্রতিষ্ঠার মানসিকতা থেকে গোয়েন্দা প্রমীলা চরিত্র সৃষ্টি। সেই কারণে, প্রভাবতী দেবী কৃষ্ণা নামের এক মহিলা গোয়েন্দা শুধু সৃষ্টি করেননি, তাকে নিয়ে একটি সিরিজ তৈরি করেছেন। যে সিরিজের অন্তর্গত—কারাগারে কৃষ্ণা, কৃষ্ণার পরিচয়, মায়াবী ও কৃষ্ণা, কৃষ্ণার জয়যাত্রা, ইত্যাদি। উল্লেখ্য, প্রভাবতী দেবীর নারী জাগরণের এই ভাবনা এবং তৎসংক্রান্ত সাহিত্যকর্ম সেই সময়ে পাঠকদের মাঝে, বিশেষত, মহিলাদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল।

আমাদের আলোচনার বিষয় এখানে অন্যান্য বাঙালি নারী গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে মিতিন মাসির তুলনা। সুতরাং, আমরা সেদিকেই অগ্রসর হব।

তপন বন্দ্যোপাধায়ের (৭ই জুন ১৯৪৭) গোয়েন্দা গার্গী চরিত্রটি আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। কাহিনি পাঠে আমরা দেখি লেখকের মনস্তত্ত্বে নারীর বুদ্ধিমত্তা, অধিকার, দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের বিষয় থেকে চরিত্রটি সৃষ্টি হয়েছে। গার্গীর পুরো নাম গার্গী ব্যানার্জী। ডাকনাম মিতুন। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ছাত্রী এবং শখের গোয়েন্দা। সে প্রথমে দাদা বৌদির পরিবারে থাকত। কিন্তু তার স্বাধীনচেতা মন তাদের সংসারে, তাদের অধীনে বেশিদিন রাখতে পারেনি। 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' উপন্যাসে গার্গীকে আমরা দেখি, সায়ন চৌধুরীকে বধূ হত্যার অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে এবং দাদা-বৌদির আশ্রয় থেকে বেরিয়ে সায়নকে বিবাহ করতে।

কাহিনিটি সাদামাটা। কিন্তু কাহিনির মধ্যে লেখকের ভাবনা, মন মানসিকতা, ব্যক্তিগত রুচি, ইত্যাদির পরিচয় মেলে। নারীর স্বাধীনতা, অধিকার ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী হলেও লেখক যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে পারেননি তার প্রমাণ মেলে দাদা-বৌদির সংসার থেকে বেরিয়ে আসার পর আবার গার্গীকে সায়ন চৌধুরীর অধীনে নিয়ে গিয়েছেন লেখক। গার্গী গণিতের ছাত্রী হলেও

অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী কিনা তা আমরা জানিনা। অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভর নারীকে যে আসলে পুরুষের গলগ্রহ হয়ে থাকা এবং বিবাহ নামক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সেই পরনির্ভরশীলতা তৈরির সিস্টেম-এর বিরুদ্ধে লেখক তাঁর কাহিনি ও কেন্দ্রীয় চরিত্রকে দাঁড় করাতে পারেননি। তার কারণ ঐ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারা।

হাংরিয়েলিস্ট গোত্রভুক্ত মলয় রায়চৌধুরী (২৯-শে অক্টোবর ১৯৩৯) তাঁর নোংরা পরি (রিমা খান) মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রটি নির্মাণ করেন রাষ্ট্রের খলনায়কত্ব ও বিবাহ নামক নারীর অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও সত্তা ধ্বংসকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি থেকে। ফ্ল্যাশব্যাক বা ডায়েরি লিখনের মাধ্যমে অতি অল্প পরিসরে ভালোবাসা, সামাজিক সমস্যা, রাজনৈতিক কূটকচালি আর একটা লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনি একসাথে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা— এই দুই ভিলেনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি নোংরা পরি গোয়েন্দার কষাঘাতে। এটি একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। নোংরা পরি আসলে গোয়েন্দা রিমা খান। তিনি পেশায় একজন পুলিশ, যদিও তিনি সাসপেন্ডেড। গার্গীর মতো কোন সখের গোয়েন্দা নন। তিনি ক্ষমতাশালী, ইনফর্মার-কন্সটেবল প্রয়োগে সমর্থ, ছিঁচকে অপরাধীকে ভয় দেখিয়ে ছোটখাঁটো কাজ করিয়ে নেওয়া, ফরেনসিক অ্যানথ্রপলজিস্টের মতামত নিয়ে আইনত প্রমাণ সাজানো, ইত্যাদি নানান বিষয়ে রিমা খান পারদর্শী।

লেখক এখানে আবিষ্কার করেছেন ভিলেন হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা কত মর্মান্তিক। এটি প্রথম বাংলা উপন্যাস যেখানে আমরা দেখতে পেলাম, একটি নারী গোয়েন্দা কোন ব্যক্তি অপরাধীকে চিহ্নিত করেননি (যা অন্যান্য উপন্যাসে আমরা দেখে থাকি), বরং চিহ্নিত করেছেন রাষ্ট্র নামক সিস্টেমকে অপরাধী হিসাবে। সেই হিসাবে আজকের দিনে মলয় রায়চৌধুরীর উপন্যাসটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্র কীভাবে তুরুপ উপজাতির মানুষদের উৎখাত করে ফেলে খুনি মাফিয়াগিরি করার জন্য। কীভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবসা ও ব্যবসায়িক উদারনীতির শিকার হয় অরণ্যের মানুষ। রাষ্ট্র এইসব মানুষদের কিছুই দেয় না। এদের সমাজ ব্যবসা, নীতিকে রাষ্ট্র স্বীকারই করে না। এদের ভোটাধিকার নেই, পৌরসুবিধা নেই, রাষ্ট্র অনায়াসে একটি পুলিশ চৌকির অন্তর্গত করে ফেলে এইসব মানুষদের। মায়া ও নিরঞ্জন যখন তুরুপ গোষ্ঠীর বাচ্চাদের শিক্ষিত করতে থাকেন, পুলিশ সেই মানবিক প্রচেষ্টাকে অবলীলায় দেগে দেয় — 'ঐ অঞ্চলের ভারসাম্য নষ্টের প্রচেষ্টা বলে'। এভাবে ভিলেন রাষ্ট্রের স্বরূপ উন্মোচিত হয় একটি প্রেম কাহিনির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয় ভিলেন হল সমাজনীতি। রিমা খান এই ভিলেনকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। চিনতে পেরেছিলেন কংকাল প্রেমিকের ঘাতককে। এই ভিলেন তৈরি করেছিল মধ্যবিত্ত সমাজ ব্যবস্থা ও নীতি। এই ব্যবস্থা ও নীতি ভালোবাসা দেখতে পায় না, নারীর জীবনে ভালোবাসার অভাব, অতৃপ্তি, অপূর্ণতা স্বীকার করতে পারে

না। পবিত্র বিবাহগ্রন্থির নীচে চেপে রাখতে চায় সব রকম অতৃপ্তির চিৎকার। কংকাল প্রেমিক তার ভালোবাসার মানুষকে সেই গ্রন্থিমুক্ত করতে চেয়েছিল, তাই তাকে হত্যা করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে।

নারীকে তার নারীত্ব থেকে পুরুষ আর সমাজ যখন ছিনিয়ে নিচ্ছে, খনই কংকাল প্রেমিক পরমযত্নে ধুইয়ে দেন প্রেমিকার অঙ্গ, প্রেমিকার অনুজ্ঞায়, ঋতুস্রাবের পর। এই স্পর্শ আমাদের পরিচিত যৌনতার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। কিন্তু সমাজ ও পুরুষতান্ত্রিকতা তা মানতে পারে না।

মেয়েদের যৌনতাকে সমাজ সাধারণত অশ্লীল মনে করে। ঔপন্যাসিক সেই ঢেকে যাওয়া আকাশটাকে টেনে নিয়ে এসেছেন অনেকখানি। রিমা খান ডিলডো (সেক্স টয়) ব্যবহার করে তার কাম রিপুর তৃপ্তি অনুভব করে, খুশি হয়, ফুরফুরে হয়, যা তার নারীত্বের চাহিদা, নারীর নিজস্ব অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেয়। অথচ অসহিষ্ণু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তা মানতে পারে না, তাই তার নাম দেয় 'নোংরা পরি'।

এই উপন্যাসের দ্বিতীয় কাহিনিটি এভাবে লেখকের নারীবাদ ও মানবতাবাদ থেকে অশ্লীলতার আশ্রয়ে গড়ে ওঠে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের মিতিন মাসি বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ও সর্বাধিক জনপ্রিয় মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মতো সুচিত্রারও অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রভাবতীর মতো তাঁর জীবনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। ফলে জীবন ও নারীদের সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রথমজনের থেকে ভিন্নতর। অল্প বয়সে বিবাহ হলেও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন, সরকারি চাকরিও করতেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে একজন সুখী মানুষ ছিলেন এবং সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে তিনি জীবনকে শুধু উপভোগ করেছিলেন তা নয়, জীবন সম্পর্কে একটা প্রত্যয়দীপ্ত ইতিবাচক ভাবনার বিকাশ ঘটে তাঁর মধ্যে। ফলে জীবনের নানা ঘটনা তাঁকে গভীর নারীচেতনা সম্পন্ন করলেও কখনও নারীবাদী করেনি। সংসারে নারী পুরুষ উভয়ের অধিকারকে তিনি স্বীকৃতি দিয়ে এক অসামান্য ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম, উপন্যাসে। তাই সমাজের সব ধরনের পাঠক— নারী পুরুষ, সকল মত ও পথের মানুষ সুচিত্রার গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন।

মিতিন মাসি চরিত্রটি লেখকের সদর্থক দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয়েছে। 'পালাবার পথ নেই' নামক একটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত উপন্যাসে প্রথম তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তবে পরবর্তীকালে ২০০২ সালে 'সারন্ডায় শয়তান' উপন্যাসে শিশুদের জন্য প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এই গোয়েন্দা চরিত্রটি ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সিরিজে সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের ২০১৫ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেছে। শেষ যে সিরিজে মিতিন মাসিকে আমরা পাই সেটি হল 'স্যান্ডর সাহেবের পুঁথি'।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অন্যান্য নারী গোয়েন্দার স্রষ্টার তফাৎ শুধু জীবনের প্রতি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, বরং জীবনকে রাজনীতি, অর্থনীতি কিম্বা কোন জটিল সমীকরণে তিনি দেখতে চাননি। যে কারণে মলয় রায়চৌধুরীর নোংরা পরি চরিত্রের বিশ্লেষণে লেখকের রাজনীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ, রাষ্ট্রের অন্যায়ের প্রতি এক প্রকারের ক্ষোভ, প্রবল বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কোন কিছুর পরিচয় সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের লেখনীতে পাই না। তেমনিভাবে নারীর প্রতি একটা সদর্থক মানসিকতা, মমত্ববোধ থাকলেও নারীর অশ্লীলতা বা অসদযৌন-জীবনের প্রতি তাঁর লেখায় সমর্থন মেলে না। তিনি বরং ভীষণরকম সামাজিক ও পারিবারিক। সম্ভবত সুচিত্রার এমন এক মন ও শিল্পী সত্তা ছিল, যা জীবনের সবকিছুতে কদর্যতা নয়, সুন্দরের সন্ধান পেয়েছিল।

সুচিত্রা সবদিকে আধুনিক, প্রগতিশীল। বরং বলা ভালো, তিনি ছিলেন সৃজনশীলতার পক্ষে, সদর্থক প্রগতিবাদী। তাঁর গোয়েন্দা চরিত্র মিতিন মাসি কলকাতার ঢাকুরিয়াতে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি কসমোপলিটান জীবনের সঙ্গে সম্যক পরিচিত।

মিতিন মাসি— এই নামটি শোনামাত্রই আমাদের কল্পনায় হয়তো কোন শাণিত চেহারার বুদ্ধিদীপ্ত যুবতী গোয়েন্দার ছবি ভেসে উঠবে না, যেমন গোয়েন্দা গার্গীর নাম শুনলে ভেসে ওঠে। তবে নাম দিয়ে চরিত্র বিচার করা এক ধরনের বাড়াবাড়ি। কারণ, ফেলু মিত্তির নাম দিয়ে যেমন প্রদোষ চন্দ্র মিত্রের (প্রদোষ সি মিটার) ধূসর কোষ আর টেলিপ্যাথির জোর বিচার করা যায় না, তেমনি মিতিন মাসি নাম দিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা মুখোপাধ্যায়ের যোগ্যতা, ধীশক্তি ও সাহসিকতা বিচার অনুচিত হবে।

প্রজ্ঞাপারমিতার জ্ঞান ও যোগ্যতার সত্যিই কোন তুলনা হয় না। ফরেনসিক বিজ্ঞান, অপরাধীদের মনঃস্তত্ত্ব, আধুনিক অথবা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, দেশ বিদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোককথা, শারীরবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, মোটামুটি নিজের কাজের প্রয়োজন এমন অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান আছে। আবার রান্না বান্না, ঘর গোছানো, বাচ্চা সামলানো সবেতেই তিনি পটু। তিনি কেবল বুদ্ধি-বিদ্যায় পারদর্শী নন, মধ্য ত্রিশের মিতিন মাসি শরীরচর্চায়ও দক্ষ। ক্যারাটের খুটিনাটি, প্যাচপয়জারও তাঁর নখদর্পণে। পরিস্থিতির প্রয়োজনে শান্ত স্বভাবের মিতিন মাসি মারপিটেও ওস্তাদ। তাঁর সঙ্গে একটা রিভলবারও থাকে।

তিনি গাড়ি চালানো থেকে কম্পিউটার চালানো এবং স্মার্টফোনের সব রকম ব্যবহারও জানেন।

মাসি ভ্রমণ পিপাসুও। বোনঝি টুপুরকে (ঐন্দ্রিলা) নিয়ে তিনি বেড়াতেও যান। সেখানেও তিনি গোয়েন্দাগিরিতে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর ইতিহাসের জ্ঞানও প্রসংশাযোগ্য। প্রতিটি কাহিনিতে ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার ঘনঘটা। কলকাতার ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি আর নানান ঐতিহাসিক কাহিনির সমাবেশ মিতিন মাসির ইতিহাসবোধ সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগায়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত সংখ্যালঘু

সম্প্রদায়, যথা, ইহুদী, আর্মেনিয়, পারসিক, চীনা ও জৈনদের নানা অজানা ও মূল্যবান ঘটনা মিতিন মাসির কাহিনি থেকে জানা যায়।

এই বিষয়গুলি থেকে বোঝা যায়, সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উদার, আধুনিক ও ঐতিহাসিক মননশীলতার ছাপ মিতিন মাসি চরিত্রে পাওয়া যায়, যা তাঁকে সৃজনশীল ও যুগোপযোগী সাহিত্যিক ও মিতিন মাসি নামক নারী গোয়েন্দার স্রষ্টা হিসাবে স্বকীয়তা দিয়েছে।

সূত্রনির্দেশ :

১। ব্যোমকেশের ডায়েরী : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা-৬, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

২। The Use of Poetry and Use of Criticism, Preface, T. S Eliot, Harvard University Press, Cambridge, 1964.

৩। প্রভাবতী দেবী সরস্বতী : নারী গোয়েন্দার অমর স্রষ্টা, ডঃ আফরোজ পারভীন, প্রভাত ফেরী, ২০২১।

৪। গোয়েন্দা কৃষ্ণা : প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, বর্ণিতা চট্টোপাধ্যায় (স.), দেবসাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ।

৫। 'গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র : তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেজ পাবলিশিং, ২০১৩

৬। ডিটেকটিভ নোংরা পরির কঙ্কাল প্রেমিক : মলয় রায়চৌধুরী, https:// bn.m.wikipedia.or৩>wiki.

৭। তবু তাঁকে মেয়েদের লেখক বলব : যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, শনিবার, ২০ মে ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩৪।

৮। সুচিত্রাকে মনে করে : বাণী বসু : কথানদী সুচিত্রা : কুনাল বন্দোপাধ্যায় (স.), পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৩৪

৯। ভূমিকা, চলচিত্রায়িত কাহিনি : প্রতিভা বসু ও দময়ন্তী বসু সিং (স.), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭০০০৭৩, এপ্রিল ২০১৭।

১০। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস ও নারীচেতনা : তুলতুল নন্দী, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, বর্ধমান, ২০১৮।

১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য্যের কথাজগৎ : অধ্যাপক বিকাশ রায়, ড. অর্পিতা রায়চৌধুরী ও বিপ্লব বর্মন (সম্পাদিত), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা।

১২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য : স্রষ্ঠা ও সৃষ্টি, সম্পাদক সনৎ পান ও গৌতম জানা, ডাভ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, অক্টোবর ২০২২।

১৩। বর্ণময় : সুচিত্রা ভট্টাচার্য, লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা।

UDDALAK PUBLISHING HOUSE
15, Shyamacharan Dey St., 1st Flr.
Kolkata - 700073
Contact : 9874317357

UDDALAK
ISSN : 2320-9275
Rs. 450/-